৫৮

তারিখ 07 JUL 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

দৈনিক সংবাদ

ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে

আনোয়ার আলদীন ।। পদত্যাগের আড়াই মাস কাটিয়া গেলেও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ ইকবাল মাহমুদের ব্যাপারে সরকারীভাবে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়ায় বুয়েটের প্রশাসনিক কার্যক্রম ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বুয়েটের সর্বোচ্চ কার্যকরী পরিষদ সিন্ডিকেট, ফাইন্যান্স কমিটি ও একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক বন্ধ। নূতন শিক্ষক ও অফিসার নিয়োগ এবং পদোন্নতিও স্থবির হইয়া আছে।

(২য় পৃষ্ঠায় ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ফলে গত ৫ মাস ধরিয়া স্থাপত্য বিভাগেও অচলাবস্থা অব্যাহত রহিয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীরা ১৩ জন শিক্ষকের পুনর্বহালের দাবীতে ক্লাস বয়কট করিতেছে।

ফলে কার্যতঃ বুয়েটের অচলাবস্থা কাটে নাই। উল্লেখ্য, স্থাপত্য বিভাগের ১৩ জন শিক্ষকের পদত্যাগকে কেন্দ্র করিয়া বুয়েটের প্রশাসন ও স্বায়ত্তশাসনে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে বুয়েটের ভিসিসহ ৭১ জন শিক্ষক বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ হইতে পদত্যাগ করেন। ভিসির পদত্যাগপত্র প্রেরণ করা হয় বুয়েটের চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট। শিক্ষকদের পদত্যাগপত্র জমা হয় পদত্যাগী ভিসির দফতরে। উহার পর হইতে শুরু হয় অচলাবস্থা। শিক্ষক ও অফিসার-কর্মচারীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু করেন। উহার পর একটানা ৩৫ দিন কর্ম বিরতি শেষে শিক্ষকরা গত ৮ই জুন তাহাদের কর্মসূচী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রেক্ষিতে ১৪ই জুন হইতে ক্লাস শুরু হয়। সরকারী মহল হইতে শিক্ষকদের পদত্যাগ এবং শিক্ষকদের দাবীর ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় এক পর্যায়ে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের স্বার্থে কর্মসূচী প্রত্যাহার করেন। শিক্ষকদের পদত্যাগের পর সরকার এই বিষয়ে নিরব হইয়া যায়।

১৪ই জুন হইতে ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত হইলেও কতিপয় ছাত্র বিশ্বকাপ দেখার অজুহাত তুলিয়া ক্লাস বর্জন শুরু করিলে বুয়েট আবার এক মাসের অনির্ধারিত বন্ধের কবলে পড়ে। বন্ধের মধ্যে অবশ্য মাষ্টার্সের কিছু ক্লাস হয়। একটানা আড়াইমাস পর গত মঙ্গলবার খুলিয়াছে বুয়েটের বন্ধ দুয়ার। কিন্তু প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আসে নাই। কারণ পদত্যাগী ভিসির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হইতে 'হ্যাঁ' বা 'না' কোন সিদ্ধান্ত আসে নাই। ঝুলিয়া আছে বিষয়টি। ফলে নীতিগতভাবে এবং; মানসিক টানাপোড়েনে ভিসি ডঃ ইকবাল মাহমুদ কোন উচ্চ পরিষদের সভা ডাকিতে চাহিতেছেন না। ইতিমধ্যে অবশ্য গত মাসের শেষে বুয়েটের বাজেট পাস করার জন্য সিন্ডিকেট ও ফাইন্যান্স কমিটির একটি সভা হইয়াছে। তবে সেখানে বাজেট ছাড়া অন্য কোন বিষয় স্থান পায় নাই।

একটি সূত্র জানায়, সরকার বর্তমান ভিসির পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়া নূতন একজন ভিসি নিয়োগের চিন্তা-ভাবনা করিতেছে। তবে ডঃ ইকবাল মাহমুদ বাদে অন্য কোন ভিসিকে বুয়েটে গ্রহণ করা হইবে না— এই মর্মে শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সরকার নয়া ভিসি নিয়োগের বিষয়টি নিয়া সক্রিয়ভাবে অগ্রসর হইতেছে না। ইতিমধ্যে নূতন ভিসি হিসাবে নিয়োগলাভের আশায় ৩ জন শিক্ষক জোর লবিং অব্যাহত রাখিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

তবে দেশের একমাত্র প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষাবিনাশী অবস্থার অবিলম্বে অবসান হওয়া জরুরী বলিয়া ওয়াকিফহাল মহল মনে করেন।

বুয়েট পরিস্থিতি ঃ অপ্রাসংগিকতার প্রতিবাদ

মাহফুজুল হাসান রানা

গত ১৭ই মে কলাম লেখক মোঃ জামান আলীর বুয়েট পরিস্থিতি এবং শিক্ষক রাজনীতি কলামটি আমার তথা অনেক সচেতন নাগরিকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি যে ভেবেছেন তার জন্য তাকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার যে কথাগুলো চরমভাবে প্রাসংগিক বলে মনে হতে পারত, ঘটনা সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত অভিমত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অপ্রাসংগিকভাবে ঘটনার খন্ড খন্ড অংশ বিক্ষিপ্তভাবে সুবিধামত ব্যবহার করার যে প্রয়াস তিনি দেখিয়েছেন, তা আদৌ উচিত হচ্ছে কিনা, তা তিনি ভেবে দেখেছেন কী? আপনি লিখেছেন, Physics নিয়ে আমাদের ১৩ জন শিক্ষকের মহাআপত্তি। আপনি হয়তো জানে না যে, এটা তাবৎ স্থপতি সমাজেরই আপত্তি। আপনি আরও বলেছেন, Physics-এর জ্ঞান না থাকার কারণেই শিল্পকলা একাডেমির ভবন দু'বার ধসে পড়ল। সকল দোষ স্থপতিদের। কিন্তু আমার ধারণা, আপনি নির্মাণকাজ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান রাখেন না। একটি বাড়ির পরিকল্পনা করার পর তার structure কি হবে তা সমাধানের জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে যাওয়া হয়। তারা এটা পাস না করলে বা Structure সমাধান না করলে একটি ভবন নির্মাণ সম্ভব নয়। শিল্পকলা একাডেমির ভবন ধসে পড়ার পুরো দোষটাই সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং ঠিকাদারের উপরই বর্তায়, স্থপতির উপরে নয়। আপনি বলেছেন, স্থাপত্য বিদ্যা শিক্ষার জন্য সাধারণ জ্ঞান জরুরি কিনা? আপনি এ তথ্য কি বুয়েট থেকে পেয়েছেন? নাকি এটা আপনার ব্যক্তিগত অপ্রাসংগিক ধারণা? আপনি বলেছেন, ঢাকায় কোচিং যারা করে তারাই সাধারণ জ্ঞানে ভাল করে। এ তথ্য আপনি কোথায় পেলেন। স্থাপত্য বিভাগের ছাত্র হিসেবে আমার কখনোই মনে হয় না যে ঢাকার বাইরে যারা থাকে তাদের সাধারণ জ্ঞান কোন অংশে কম, এখন এই প্রশ্ন কি জাগে না তিনি সত্য কথা বলছেন কিনা। আমি যদি পরোক্ষভাবে তাকে অসত্যবাদী বলি। আমার কথা যে ভুল তাকি তিনি প্রমাণ করতে পারবেন। এ তথ্য প্রমাণের জন্য তাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই। তার লেখায় তিনি কোচিংয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তার কথা থেকে প্রতীয়মান হতে পারে, এ ধরনের কোচিং পরিচালনা করে এ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা বিপুল অংকের টাকা উপার্জন করছে। এটা যদি তিনি জেনে থাকেন, তাহলে তিনি নিশ্চয় এটাও জানেন, বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষার জন্য ঢাকা শহরে কতগুলো কোচিং সেন্টার কত হাজার ছেলেমেয়েকে প্রতিবছর প্রশিক্ষণ দিয়ে কত লাখ লাখ টাকা উপার্জন করছে। এখন সচেতন একজন নাগরিক হিসেবে মোঃ জামান আলীর কাছে আমার প্রশ্ন তার উর্বর মাথায় কেন এ প্রশ্নটা আসল না যে ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষার সঙ্গে স্থাপত্য ভর্তি পরীক্ষা এক করার ফলে একজন ছাত্রকে এ পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য একাধারে স্থাপত্য এবং প্রকৌশলে কোচিং নিতে হচ্ছে, যার ফলে তার কথানুসারে, আগে হয়ত দু/চারজন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এখন বুয়েট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের ফলে উচ্চবিত্ত ছাড়া কেউ যে এখানে প্রবেশ করতে পারবে না, সেই সাধারণ সম্ভাবনাটা মোঃ জামান আলীর মাথায় প্রথমে না এসে কোন কথা বললে বুয়েট কর্তৃপক্ষের স্তুতি করা যায়, তা মাথায় এল তা আমার বোধগম্য নয়।

তিনি তার যুক্তিকে শানিত করার জন্য তথাকথিত দুর্নীতিপরায়ণ, অসৎ, দুশ্চরিত্র!!! ১৩ জন শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অহেতুক টানা হেঁচড়া করেছেন, যা তার রুচিবোধ সম্পর্কে সত্যিই প্রশ্নের উদ্রেক করে। ঘটনার সঙ্গে তার বর্ণিত বক্তব্যের অপ্রাসংগিকতা আমাকে নিশ্চয় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে হবে না। স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রীদের হয়রানি, তহবিল তসরুপ-ইত্যাদি নানা অভিযোগ, আপনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ১৩ জন পদত্যাগী শিক্ষকদের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। একটু খোঁজ নিয়ে দেখবেন যে, এ জাতীয় স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতি করার জন্য যে প্রশাসনিক পদে আসীন থাকতে হয়, এ ১৩ জনের ক'জন সে অবস্থানে ছিলেন এবং তারা যদি সে অবস্থানে না থেকে থাকেন তাহলে সে অবস্থানে কারা ছিলেন এখন তাদের বর্তমান ভূমিকাটা কি।

পরিশেষে Physics পড়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত আপনার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলছি, Physics না পড়ার জন্যেই যদি শিল্পকলা একাডেমির ভবন দু'বার ধসে পড়ে এবং সে দোষ যদি স্থপতির হয়, তাহলে প্রাসংগিকভাবেই আপনাকে জানাতে হয় যে, কার্জন হলের উল্টোদিকে নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত সুইমিং পুলটি নির্মাতা একজন স্থপতি নন, কিন্তু সারাজীবনে অনেক Physics পড়া মানুষের হাতের স্পর্শ পেয়েও কেন আজও দাঁড়াতে পারল না? এখন যদি Physics পড়ার প্রয়োজনীয়তা আজকের পরিপ্রেক্ষিতে এভাবেই অনুভূত হয় যে, Structural design যারা করছেন, তাদের উপরেই মূল দায়িত্বই থাকার পরেও Structural failure রোধে তাদের ব্যর্থতার সমাপ্তি টানার জন্য সে দায়িত্বটা আজ থেকে স্থপতিদেরই নিতে হবে। কারণ Physics পড়েও তাদের কর্মদক্ষতা বাড়েনি, সেক্ষেত্রে স্থাপত্যবিদ্যার ছাত্র হিসেবে আমি সারাজীবন Physics পড়ে যেতে রাজি আছি।